দৈনিক ইনকিলাব

185

তারিখ ... 29 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া ঃ পরিবেশ উত্তপ্ত ঃ ক্লাস ৩ দিন বন্ধ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার।

পূর্বদিন সংঘটিত বেদনাবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে ছিল শোকের ছায়া। পাশা-পাশি ক্ষোভ এবং বিক্ষোভেও ক্যাম্পাস ছিল উত্তপ্ত।

মুজিববাদী সশস্ত্র কর্মীদের গুলীতে নিহত মীর্জা গালিব ও লিটনের লাশ দেখতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে ছাত্র দল কর্মীরা ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিকে পূর্বদিন আহত টোকাই খোকন গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজে মৃত্যুবরণ করেছে। এ-নিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন-এ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট ক্যাম্পাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ থেকে তিনদিন পর্যন্ত সকল ক্লাস বন্ধ ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে গতকাল দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে সান্ধ্য আইন তুলে নেয়া হয়। এর আগে সকাল ১০টায় পুলিশ জগন্নাথ হল, এস এম হল ও জহুরুল হক হলে তল্লাশী চালিয়ে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। পুলিশী তল্লাশীর পর দুপুর ২টায় জগন্নাথ হলে দু' রাউণ্ড গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটে।

শোকে মুহ্যমান ক্যাম্পাস

গতকাল সারা ক্যাম্পাস জুড়েই ছিল শোকের ছায়া। বিষাদ আর বেদনার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর চোখে-মুখে। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুবু ঝরতে দেখা গেছে কারো কারো। বেলা

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আড়াইটায় নামাজে জানাজার জন্য মীর্জা ও লিটনের লাশ ক্যাম্পাসে নেয়া হলে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনেকেই

এর আগে সকাল ১১টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের উদ্যোগে দু-সারির একটি সুদীর্ঘ শোক মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। কালো ব্যাজ ধারণ করে শত শত ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ নেয়। পরে ডাকসু ভবনের সামনে শোক মিছিলটি শেষ হয় এবং ছাত্ররা নামাজে জানাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বেলা আড়াইটায় লাশ পৌঁছলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে নিহতদ্বয়ের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষোভ এবং বিক্ষোভ

শোকাবৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষোভ এবং বিক্ষোভে ক্যাম্পাস ছিল সোচ্চার। হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দফা বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এছাড়া আবাসিক হলগুলো এবং টিএসসি এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের জটলায় দেখা গেছে ক্ষোভের সক্রোধ বহিঃপ্রকাশ।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বিক্ষোভ মিছিলে শ্লোগান ধ্বনিত হয়; খুন হয়েছে আমার ভাই, খুনী তোদের রক্ষা নাই; 'আমার ভাই মরলো কেন, শেখ হাসিনা জবাব দে' ইত্যাদি।

এদিকে সকালে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের একটি বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা 'লাশ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই না', 'ক্যাম্পাসে লাশ কেন, খালেদা-হাসিনা জবাব দে' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়।

গুলী বর্ষণের ঘটনা গতকালও

ক্যাম্পাসে গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে গতকালও। বেলা প্রায় দু'টায় ছাত্র দলের মিছিল জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কর্মী জগন্নাথ হলের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। এ সময় হলের ভেতর থেকে দু'রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়। উল্লেখ্য, জগন্নাথ হল মুজিববাদী ছাত্র লীগ কর্মীদের একটি শক্ত ঘাঁটি এবং ডাঃ মিলন হত্যার আসামীরা গত এক মাস ধরে এ হলেই অবস্থান করছিল। এর আগে সকাল ১০টায় পুলিশ জগন্নাথ হল, এসএম হল ও জহুরুল হক হলে তল্লাশী চালিয়ে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সামনে ছাত্র দলের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মীর্জা গালিব ও লিটনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে বিক্ষোভরত ছাত্ররা শ্লোগান দেয়। দুপুর থেকে বেলা সোয়া ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল।

হাসপাতালে গত রোববার রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র দল কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। গতকাল সকালে পুনরায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি কলেজ চত্বর প্রদক্ষিণ করে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানিয়ে শ্লোগান দেয়।

সকালে মীর্জা গালিব ও লিটনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ডায়বেটিক হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। লাশ মর্গে নেয়ার সাথে সাথে ছাত্র দলের কর্মীরা মর্গের সামনে জড়ো হয়। প্রত্যেকের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ ও শোকের ছায়া। ময়না তদন্ত শেষে লাশ দু'টি কফিনে রাখা হয়। বেলা পৌনে ২টার সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিহত ছাত্র দল কর্মী ২ জনের লাশ দেখার জন্য মর্গের সামনে যান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী জনাব তরিকুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রী মেজর (অবঃ) মাজেদ-উল-হক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, ডাকসু ভিপি জনাব আমান উল্লাহ আমান এমপি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা গত রোববার নিহত দু'জনকে দেখতে না আসা এবং সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রতিবাদ জানায়।

বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে ডাকসু জিএস খায়রুল কবির খোকন, এজিএস নাজিমউদ্দিন আলমসহ অন্যান্যরা কফিনের সামনে ছিলেন।

মিছিলকারীরা শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই, ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর ঘেরাও কর— শ্লোগান দিয়ে কলেজ চত্বর প্রদক্ষিণ করে। তারা মীর্জা গালিব ও লিটনের হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়ার দাবী জানায়। ডাঃ মিলন হত্যার আসামীদের গ্রেফতার না করায় মিছিলকারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩০ মিনিট অবস্থানকালে বিক্ষোভ ও মিছিল অব্যাহত ছিল। লাশ দেখে বেলা সোয়া ২টায় প্রধানমন্ত্রী চলে যাবার পর ছাত্ররা লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়ে আসে নামাজে জানাজার জন্য। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নিহত মীর্জা গালিবের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। প্রধানমন্ত্রী ঘটনার জন্য যারাই দায়ী হোক না কেন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।

টোকাই খোকন নিহত

গত রোববারের ঘটনায় বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টোকাই খোকন (৮) রাত আড়াইটায় মারা যায়। তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। খোকনের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে আহত অন্যদের অবস্থা উন্নতির দিকে।

সিণ্ডিকেটের সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেটের এক সভায় ক্যাম্পাসের সামগ্রিক অবস্থা বিচার করে আজ (মঙ্গলবার) থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনদিন সকল ক্লাস বন্ধ ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে আগামী শনিবার থেকে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষাসমূহের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে এবং ক্লাসসমূহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টিসহ অন্যান্য যে সব সংগঠনে সন্ত্রাসী রয়েছে সে সব সংগঠন থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের আহবান জানায়।

সিণ্ডিকেটের সভায় মীর্জা গালিব ও লিটনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। সভায় ডাকসু ভবনে আক্রমণের ঘটনারও নিন্দা জানানো হয়।

সিণ্ডিকেটের সভায় উল্লেখ করা হয়, ছাত্রদের মধ্যে এখনো উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি এবং আবাসিক হলগুলোর অবস্থাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়।